দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ...26 FEB 1989... ...
পৃষ্ঠা... ... ... 1 কলাম 4 ... ...

শিক্ষাকে রক্ষায় শিক্ষকদের ঐক্যবদ্ধ ভূমিকা অপরিহার্য

—ব্যারিষ্টার মইনুল হোসেন

(ইত্তেফাক রিপোর্ট)

ব্যারিষ্টার মইনুল হোসেন বলিয়াছেন, আজ শিক্ষাকে রক্ষার জন্য শিক্ষকদের ঐক্যবদ্ধ ভূমিকা অপরিহার্য ; আর সুষ্ঠু শিক্ষার স্বার্থেই শিক্ষকদের সমস্যা দূর করিতে হইবে, শিক্ষকদের মর্যাদা ও অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে।

তিনি গতকাল (শনিবার) দুপুরে

(শেষ পৃঃ ১-এর কঃ দ্রঃ)

শিক্ষকদের ঐক্যবদ্ধ

(১ম পৃঃ পর)

ঢাকা শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির (নূর-নজরুল) দুইদিনব্যাপী ত্রিবার্ষিক প্রতিনিধি সম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেশনে ভাষণ দিতেছিলেন। সমিতির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আবদুন নূর চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় অন্যান্যের মধ্যে সহ-সভাপতি খলিলুজ্জামান, আব্বাস আলী সরকার, কলেজ শিক্ষক নেতা এম, এ, লতিফ প্রমুখ বক্তৃতা করেন। সমিতির মহাসচিব নজরুল ইসলাম রিপোর্ট পেশ করেন।

প্রধান অতিথির ভাষণে দৈনিক ইত্তেফাক ও নিউনেশন পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি ব্যারিষ্টার মইনুল হোসেন বলেন, সকলকে উপলব্ধি করিতে হইবে শিক্ষাবিধ্বংসী তৎপরতা জাতির ধ্বংস অনিবার্য করে। শিক্ষা না থাকিলে শিক্ষকদেরও গুরুত্ব থাকে না, থাকে না সমাজে তাঁহাদের মর্যাদা।

তিনি আরও বলেন, শিক্ষাকে পরিকল্পিতভাবে ধ্বংসের পিছনে যে দুরভিসন্ধি রহিয়াছে তাহা শিক্ষকদের অজানা থাকার কথা নয়। শিক্ষাকে ধ্বংস করিয়া প্রতিটি ক্ষেত্রে মেরুদণ্ডহীন, নীতিহীন ও সুবিধাবাদীদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধির অপচেষ্টা চলিতেছে। আমরা সকলে আজ একটি দারুণ দুঃসময়ের মুখোমুখি। আর্থিক দুরবস্থা, জনসংখ্যা বিস্ফোরণ ও ভয়াবহ বেকারত্ব সমাজজীবনকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছে। দেশ এক ভয়াবহ নৈরাজ্যের দিকে ধাবিত হইতেছে।

ব্যারিষ্টার মইনুল হোসেন শিক্ষাঙ্গনে অব্যবস্থা ও অরাজক পরিস্থিতির উল্লেখ করিয়া বলেন, পরাধীন আমলে বিদ্যায়তনী শিক্ষার যে মান ছিল স্বাধীন আমলে সেই মান তো আরও উন্নত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু উন্নতি দূরে থাকুক, পরাধীন আমলের মানটুকুও লুপ্ত হইল কেন ? শিক্ষকগণই স্বীকার করিয়াছেন যে, জাতীয় শিক্ষার মান ক্রমাগত নিম্নগামী। আমাদের আশা ছিল, স্বাধীন দেশের শিক্ষক সমাজ নূতন প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের স্বাধীন জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া তুলিবেন। দায়িত্ববোধে, যোগ্যতায় এবং চারিত্রিক দৃঢ়তায় তথা মানবিক গুণাবলীতে স্বাধীন দেশের শিক্ষার্থীরা হইবে দেশ ও জাতির অহংকার। আর জাতিগঠনে সেইটাই হইবে স্বাধীন দেশের শিক্ষক সমাজের যথার্থ অবদান ; যাহার নিরিখে নির্ণীত হইবে সমাজে শিক্ষক সমাজের অবস্থান।

তিনি বলেন, দেশে অন্যায়-অবিচারকে প্রশ্রয় দিয়া যাহারা অন্যায় সুযোগ-সুবিধা লাভে প্রলুব্ধ হয় তাহারা জাতির জন্য বিপদ ডাকিয়া আনে। গরীব দেশের অর্থে মহলবিশেষকে অন্যায় সুযোগ-সুবিধাদানের পিছনে কোন মহৎ উদ্দেশ্য থাকিতে পারে না। আমাদেরকে অনুধাবন করিতে হইবে—শিক্ষক, সাংবাদিক, আইনজীবী, চিকিৎসক ও প্রকৌশলী প্রভৃতি বিভিন্ন পেশার লোক হিসাবে আমরা সকলে সম্মিলিতভাবে যদি দেশে জনগণের নিকট দায়ী একটি ন্যায়ভিত্তিক সরকার কায়েম করিতে না পারি তাহা হইলে বহু সমস্যারই ন্যায়ভিত্তিক সমাধান আমরা পাইব না। সেইসঙ্গে নিজ নিজ পেশার ভাবমূর্তি ও জনকল্যাণমুখী চরিত্র যদি অক্ষুণ্ন রাখিতে ব্যর্থ হই তাহা হইলে বৃহত্তর জনগোষ্ঠির সহানুভূতি আমরা সকলে হারাইব।

শিক্ষকদের একটি অংশকে ভোট কারচুপির মতো অন্যায় কাজে ক্ষমতাবানদের ব্যবহার করার ঘটনার উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন, শিক্ষকদিগকে চারিত্রিক দৃঢ়তার পরিচয় দিতে হইবে। শিক্ষক হিসাবে কেহ যদি চারিত্রিক দৃঢ়তার পরিচয় না দিতে পারেন তাহা হইলে শিক্ষার্থীরা তাঁহাদের নিকট হইতে শিক্ষা নিয়া কিভাবে দৃঢ় চরিত্রের অধিকারী হইবে। ছাত্রদের চরিত্র গঠনে অভিভাবকদের চাইতেও শিক্ষকদের দায়িত্ব বেশী। কারণ ছাত্ররা শিক্ষকদের আদর্শ মানুষ হিসাবে দেখিতে চায়।

ব্যারিষ্টার মইনুল হোসেন শিক্ষক সমিতি (নূর-নজরুল) 'তোষামোদ ও লেজুড়বৃত্তি'তে আত্মনিয়োগ না করায় উহার চারিত্রিক দৃঢ়তায় অভিনন্দন জানাইয়া বলেন, জাতি শিক্ষক সমাজকে মহৎ মূল্যবোধসমূহের রক্ষক হিসাবে দেখিতে অভ্যস্ত। এই কারণেই শিক্ষক সমাজের সমস্যার প্রতি সমাজের আরও বেশী সহানুভূতিশীল হওয়া প্রয়োজন।

অধ্যাপক এম এ লতিফ বলেন, শিক্ষা ও শিক্ষকদের মানোন্নয়নের আন্দোলন বানচালের অধিকার কাহারও নাই। আমাদের দাবী বৈষম্যহীন শিক্ষার দাবী।

শিক্ষক সমিতি (নূর-নজরুল) মহাসচিব নজরুল ইসলাম তাঁহার রিপোর্টে দশম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা চালুকরণ, শিক্ষক ও কর্মচারিগণের চাকুরী জাতীয়করণ, উৎসবভাতা, স্থায়ী মঞ্জুরী প্রদান, ১৯৮৬ সালের ২০শে এপ্রিলের চুক্তি বাস্তবায়ন প্রভৃতিসহ ১১-দফা দাবী মানিয়া লওয়ার আহ্বান জানান।

সভাপতির ভাষণে আবদুন নূর চৌধুরী বলেন, শিক্ষক সমাজের মর্যাদা ও অর্থনৈতিক ন্যায়সঙ্গত প্রাপ্যসহ ১১-দফা দাবী আদায়ে শিক্ষকদেরকে আপোষহীন আন্দোলনে আগাইয়া যাইতে হইবে।

সমিতির সহ-সভাপতি আব্বাস আলী সরকার বলেন, দেশের সার্বিক শিক্ষা ব্যবস্থায় যে জটিলতা সৃষ্টি হইয়াছে তাহারই প্রেক্ষাপটে আজ জাতীয় শিক্ষার মান ক্রমাগত নিম্নগামী। ক্ষমতাবানরা শিক্ষক সমাজকে বিভক্ত করিয়া গুটিকয়েক তাঁবেদার সৃষ্টির মাধ্যমে গোটা শিক্ষক সমাজকে তাহাদের অধিকার হইতে বঞ্চিত রাখিতে চাহিতেছেন এবং ইহা দেশবাসীর সুশিক্ষা লাভের পথকে প্রায় রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে।

গতকাল বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির (নূর-নজরুল) সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণ দানরত ব্যারিষ্টার মইনুল হোসেন। —ইত্তেফাক